The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL. XXXIX (Issue 1), 2023 (pp. 69 - 82)
Published in October, 2025

আল-কুরআনের ভাষ্যে ইহুদি জাতির চিন্তাদর্শন

ড. মুহাম্মদ শফিউল্লাহ কুতুবী *

প্রতিপাদ্যসার: পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে ইহুদিরা চিরকাল একটি ষড়যন্ত্রকারী এবং ধূর্ত জাতি। তাদের দীর্ঘদিনের দাবি হলো, তারাই একমাত্র ঈশ্বরের মনোনীত জাতি। সম্প্রদায়টি তাদের দীর্ঘ ইতিহাসের সিংহভাগ সময়ে সত্যের উল্টোপথ অবলম্বন করে এসেছে। আল্লাহতাআলা তাদের বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধন করার জন্য অনেক নবি প্রেরণ করেছেন। তবে তারা তাদের জাতিগত স্বভাবের কারণে হঠকারিতা ও অবাধ্যতা আঁকড়ে ছিলো। এই প্রবন্ধে ইহুদিদের বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আলোচনা, বিশ্লেষণ এবং কুরআনের নির্বাচিত আয়াতের আলোকে ইহুদিদের বিকৃত চিন্তা ও অসার দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে ইহুদিদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক প্রবণতা উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচনার ধাপে ধাপে ইহুদিদের বিভিন্ন ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা এবং তাদের সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে। তাদের অসংখ্য ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে ইহুদিরাই একমাত্র ধার্মিক এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর বংশধর ও সত্যিকার অর্থে জান্নাতের যোগ্য– এরূপ ভিত্তিহীন বিশ্বাসের ওপর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। এটি তাদের বিশ্বাসের সাথেও সম্পর্কিত যে, সমস্ত নবী ইহুদি ছিলেন এবং কেবল তৌরাতের উপর বিশ্বাস করা যথেষ্ট। প্রবন্ধে তাদের এই বিপথগামিতার কারণ তুলে ধরে উল্লেখ করা হয় যে, ইহুদিরা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে এবং এই ধারণা পোষণ করে যে, তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাবে। এই ধারণার ফলে তারা অনুতপ্ত হয় না বা লজ্জিতও হয় না। ইহুদিরা মূলত, সর্বদা সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তারা অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করেছে, সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করেছে এবং ইতিহাসে বারবার চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এই চরিত্র, প্রবণতা ও মনোভাব আজও তাদের মাঝে অব্যাহত রয়েছে। এ প্রবন্ধে আল কুরআনের আলোকে ইহুদি জাতির চিন্তাদর্শন বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস রয়েছে।

ভূমিকা

ইহুদিদের বেশ পুরনো দাবি হলো, তারা আল্লাহর নির্বাচিত শ্রেণি ও পবিত্র জাতিগোষ্ঠী (সুরা বাকারা : ২/৮০)।[১] অথচ তারা সবসময় সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে আসছে। আল্লাহ তাদের আ'কিদা ও আমল সংশোধনের জন্য বিপুলসংখ্যক নবি-রাসূল পাঠানোর ধারা অব্যাহত রাখলেও তারা নিজেদের স্বভাবসুলভ গোঁড়ামি আর কুফরির হঠকারিতায় অনড় থেকেছে। এমনকি আল্লাহর প্রেরিত নবিদেরকে হত্যা করেছে (সুরা বাকারা : ২/৬১)। সত্যকে উপেক্ষা করতে গিয়ে তারা আল্লাহর কিতাবের বিকৃতি (সুরা বাকারা : ২/৬১) ঘটানোর পাশাপাশি বারংবার আল্লাহর সঙ্গে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেছে (সুরা আনফাল : ৮/৫৬)। সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রিত করা এবং সত্যকে আড়াল করা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (সুরা বাকারা : ২/৪২)। শুধু তাই নয়, বরং প্রকাশ্য হঠকারিতা, কুফরি এবং যাবতীয় অনাচারে ডুবে থাকার পরও এমন ভ্রষ্ট চিন্তায় আত্মতৃপ্তিতে মজে আছে যে, তারা 'আল্লাহর পুত্র এবং প্রিয় বান্দা'(সুরা মায়েদা : ৫/১৮)। অর্থাৎ তারা জেনেশুনে পাপাচারে জড়ায় এবং নিজেদের ধারণার ভিত্তিতে দাবি করে, আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। তারা পরকালীন মুক্তির ব্যাপারে মনগড়া বিশ্বাস তৈরি করে নিয়েছে (সুরা বাকারা : ২/৮০)। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে তারা তওবাও করে না, এ জন্য তাদের অনুশোচনাও নেই। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় ইহুদিদের এরূপ নানাবিধ ভ্রান্তি প্রসঙ্গে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে এ ধরনের ভ্রান্ত চিন্তা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হলো।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ইহুদি জাতির পরিচয়

হজরত ইয়াকুব (আ.) এর এক পুত্রের নাম ছিল ইয়াহুদা। তাঁর বংশধরকে বলা হয় ইহুদি। কাজেই উক্ত বিবেচনায় বনু ইসরাইল নামটি ব্যাপকার্থক আর ইহুদি নামটি বিশেষ এবং তুলনামূলক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। বনু ইসরাইল বললে ইয়াকুব (আ.) এর সমস্ত বংশধর বোঝায় এবং ইহুদি বললে কেবল ইয়াহুদার বংশধরদেরকে বোঝানো হয়।

ইহুদা শব্দের পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায়, হজরত সুলাইমান (আ.) এর মৃত্যুর পর বনু ইসরাইলের সাম্রাজ্য দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন ইয়াহুদার বংশধরগণ ইহুদিয়া নামে আলাদা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বনু ইসরাইলের অন্যান্য গোত্রগুলো গোড়াপত্তন করে সামেরিয়া নামে ভিন্ন সাম্রাজ্য। এরপর আসেরীয়গণ কেবল সামেরিদের নয় বরং এর প্রতিষ্ঠাদের নাম-নিশানা মুছে ফেলে।

এরপর বাকি থাকে কেবল বিনইয়ামিন ও ইয়াহুদার বংশধর। উভয়ের মধ্যে ইয়াহুদার বংশের প্রাধান্যের ফলে ইহুদি নামটাই স্থায়ী হয়ে যায় এবং ইহুদিয়া সালতানাতের অধিবাসীরা ইহুদি নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে (চিশতী ১১)।

জাহান্নামে অবস্থান প্রসঙ্গে

ইহুদিরা মনে করে, তারা আল্লাহর একান্ত প্রিয়ভাজন এবং করুণা পাওয়ার সর্বোচ্চ দাবিদার; তাই তারা কোনো অপরাধ বা পাপকর্ম করলেও তার শাস্তি একবারেই সীমিত সময়ের জন্য। এতদ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য,

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

"আর তারা বললো, মাত্র অল্প কয়টা দিন জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে। আপনি বলুন: তোমরা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে (এই মর্মে) কোনো প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেছো; যে বিষয়ে আল্লাহ কখনও ওয়াদার বরখেলাপ করবেন না ? নাকি তোমরা আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলছো যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই ? (সুরা বাকারা : ২/৮০)।" তাদের এ দাবি প্রসঙ্গে দুটি মত পাওয়া যায়।

প্রথম মত : ইমাম তাবারি 'আবদুল্লাহ ইবন্ 'আব্বাস (রা.)-কে উদ্ধৃত করে বলেন, "আল্লাহর দুশমন ইহুদিরা দাবি করে যে, আমাদেরকে মোটেও জাহান্নামে পাঠানো হবে না; যদি জাহান্নামে যেতেও হয় তবুও তা মাত্র অল্পদিনের জন্য যেতে হবে। যে চল্লিশদিন আমরা গো-বাছুর পূজা করেছিলাম সে দিনগুলো জাহান্নামে থাকার পর আমাদেরকে মুক্তি দেওয়া হবে" (তাবারি খ.২, ২৭৪-২৭৫)।

দ্বিতীয় মত : ইবন্ আ'ব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ইহুদিরা দাবি করে, "পৃথিবীর বয়স ৭ হাজার বছর। প্রতি এক হাজার বছরের বিপরীতে আমাদেরকে একদিন করে জাহান্নামে রাখা হবে। কাজেই মোট সাতদিনই মাত্র আমাদেরকে জাহান্নামে রাখা হবে" (ইমাদুদ্দিন খ.১, ২০৬)।

হিদায়াতপ্রাপ্তির মানদণ্ড প্রসঙ্গে

ইহুদি ও খ্রিস্টানরা মনে করে পৃথিবীর মধ্যে তারা একমাত্র সঠিক পথের অনুসারী অন্য সব ধর্মই বাতিল। কাজেই হিদায়াত পেতে চাইলে তাদের ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। তাদের দাবি উদ্ধৃত করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ

"আর আহলে কিতাবগণ বললো, তোমরা ইহুদি অথবা খ্রিস্টান হয়ে যাও তাহলে হিদায়াত পাবে" (সুরা বাকারা, ২/১৩৫)। এ আয়াতে আহলে কিতাবের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। তাদের একটি বানোয়াট বিশ্বাস হলো যে, হেদায়াতপ্রাপ্ত জাতি কেবল তারাই। এ কারণে তারা মুসলমানদের আহ্বান করে যে, তোমরা ইহুদি বা খ্রিস্টান হয়ে যাও, তাহলে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাবে। তাদের এই দাবির পেছনে ভিত্তি হলো,

তারা মনে করে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রেরিত সকল নবি-রাসূল ইহুদি ছিলেন। বিশেষত, ইবরাহিম (আ.) সম্বন্ধে তারা এরূপ দাবি করে থাকে (সুয়ূতি খ.২, ২৩৭)।

আল্লামা ইবন্ জারির তাবারি হাদিসের বরাতে উল্লেখ করেন:

قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ما الهدى إلا ما نحن عليه' فاتبعنا يا محمد تهتد.
"আ'বদুল্লাহ ইবন্ সুরিয়া আওয়ার (ইহুদি) রাসূলুল্লাহকে (সা.) বলেন, "আমরাই হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আপনিও যদি হেদায়েত পেতে চান তাহলে আমাদের অনুসরণ করুন" (তাবারি খ.৩, ১০২)।

নবিগণ ইহুদি প্রসঙ্গে

ইহুদিদের আরেকটি দাবি হলো, সকল নবি ইহুদি ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন,

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَٰهِۦمَ وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰۗ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
"তোমরা কি (এমনটি) বলে থাকো যে, ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধররা ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিলো? আপনি বলে দিন: তোমরা বেশি জানো নাকি আল্লাহ বেশি জানেন? যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে থাকা (প্রমাণের) বিষয়ে সাক্ষ্য গোপন করে তাদের চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে? আল্লাহ তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বেখবর নন" (সুরা বাকারা, ২/১৪০) ইহুদিরা দাবি করতো যে, ইবরাহিম (আ.) ও তাঁর বংশোদ্ভূত নবিগণ ইহুদি ছিলেন আর খ্রিস্টানরা তাঁদেরকে নিজেদের ধর্মের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করতো। অথচ তারা জানতো যে, এ নবি-রাসূলগণের সঙ্গে ইহুদি ও খ্রিস্টবাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনু জারির ইমাম হাসানের ভাষ্য উদ্ধৃত করে বলেন:

والله لقد كان عند القوم من الله شهادة أنّ الأنبياء برّاء من اليهودية والنصرانية.
"আল্লাহর শপথ! এ (ইহুদি) সম্প্রদায়ের কাছে এই মর্মে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ ছিলো যে, নবি-রাসূলগণ ইহুদি ও খ্রিস্টীয় মতবাদ থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত (তাবারি খ.৩, ১৩৫)।

অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনু জারির তাবারি রবি' থেকে বর্ণনা করেন,

وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التورات والانجيل: أنهم لم يكونوا يهود ولا نصارى، وكانت اليهودية والنصرانية بعد هؤلاء بزمان.
"তওরাত ও ইঞ্জিলে তারা লিপিবদ্ধ পেয়েছে যে, নবিগণ ইহুদি-খ্রিস্টান অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আর ইহুদি ও খ্রিস্টান মতবাদ তো পরবর্তী যুগে তৈরি হয়েছে" (তাবারি খ.৩, ১৩৫)। এরপরও ইহুদিরা নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে নবিগণ ইহুদি ছিলেন মর্মে দাবি করতো, যাতে সাধারণ ইহুদিদের চিন্তায় এমন মনোভাব তৈরি হয় নবিরাই যখন ইহুদি ছিলো; তা হলে আমরা ইহুদি মতবাদ ত্যাগ করে ইসলাম কেন গ্রহণ করতে যাবো! আল্লাহ ইহুদিদের এই মিথ্যা দাবি ও ভিত্তিহীন ভাষ্যকে পরিষ্কার ভাষায় নাকচ করে দিয়েছেন :

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ.

"ইবরাহিম না ইহুদি ছিলেন আর না তিনি খ্রিস্টান ছিলেন বরং তিনি যে কোনো অসত্য থেকে মুক্ত মুসলমান ছিলেন এবং তিনি মুশরিকও ছিলেন না" (সুরা আলে ইমরান, ৩/৬৭)।

তাওরাতের উপর বিশ্বাস প্রসঙ্গে

ইহুদিদের একটি হঠকারী দাবি হলো, তারা কেবল তাদের ওপর নাযিলকৃত তাওরাতের হুকুম মেনে চলবে আর কোনো আসমানী কিতাব মানবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর নাযিলকৃত এসব গ্রন্থের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো; তখন তারা বলে, আমরা কেবল সেসব গ্রন্থের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবো যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। অবশিষ্ট কিতাবসমূহ তারা অস্বীকার করে থাকে। অথচ সেই (আসল) কিতাব তাদের কাছে রয়েছে যা এই কিতাবগুলোকে সত্যায়ন করে। আপনি বলে দিন: তোমরা যদি তওরাতে বিশ্বাসী হও তাহলে ইতোপূর্বে নবিদেরকে হত্যা করলে কেন" (সুরা বাকারা : ২/৯১)।

ইহুদিদেরকে যখন কুরআনের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান করা হয় জবাবে তারা বলে, "আমরা কেবল সে বিষয়ের ওপর ঈমান আনবো যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে।" অর্থাৎ তারা কেবল তাওরাতের ওপর ঈমান আনার প্রবক্তা ছিল। তারা এরূপ বিশ্বাসগত ভ্রান্তিতে ছিল যে, এ বিষয়ে ঈমান আনা তাদের জন্য যথেষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক হঠকারিতার বশে ইহুদিরা তাওরাতের ওপরও পরিপূর্ণ ঈমান রাখে নি। তারা তওরাতের কেবল সেসব বিষয় বিশ্বাস করতো যা তাদের মেজাজ-মর্জি মোতাবেক বা পছন্দসই হতো। এর বিপরীত অবস্থায় তারা তওরাতের যেসব আয়াত তাদের কায়েমি স্বার্থের বিপক্ষে সেসব অংশ গোপন করার মাধ্যমে সত্য গোপন করার অপরাধে লিপ্ত ছিল। উপর্যুক্ত আয়াতের আগের আয়াতটিতে তাদেরকে তর্কের খাতিরে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়েছে, যদি তোমরা তওরাতের ওপর ঈমান রাখো তাহলে নবিদের হত্যা করেছিলে কেন? অথচ তওরাতের ঈমান রাখার প্রধান দাবি হলো, সকল নবিকে সহযোগিতা করা এবং তাদের আনীত বিধানকে মনেপ্রাণে কবুল করা। তারা এর বিপরীতটা করেছে; নবিদের হত্যা করে নৈরাজ্য ছড়িয়েছে সমাজে।

জান্নাতের প্রকৃত উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে

ইহুদি সম্প্রদায় কেবল নিজেদেরকে জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত মনে করে। তাদের সেই মিথ্যা দাবিকে খণ্ডন করে মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ

"তারা (আহলে কিতাবগণ) বলল, কেবল ইহুদি অথবা খ্রিস্টানরা জান্নাতে যেতে পারবে। এটা তাদের অসত্য আকাঙ্ক্ষা। আপনি বলুন, তোমাদের দাবি সত্য হলে প্রমাণ পেশ করো" (সুরা বাকারা : ২/১১১)। শুরু থেকেই ইহুদিরা এমন আত্মতৃপ্তি ও সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল। অনুরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস ও আত্মপ্রসাদ আছে খ্রিস্টানদের মধ্যেও। উক্ত আয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের দাবিকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে দুটি সম্প্রদায় স্ব স্ব জায়গায় নিজেদের এমন ভ্রান্ত দাবি আলাদাভাবে প্রচার করে বেড়ায়। ইহুদিরা বলে থাকে, "আমরাই জান্নাতে যাব আর খ্রিস্টানরা বলে থাকে জান্নাতের যাওয়ার নিশ্চয়তা কেবল তাদের জন্যই। কুরআন মাজীদ দ্ব্যর্থহীন ও জোরালো ভাষায় উভয় সম্প্রদায়ের এ অমূলক দাবি নাকচ করে দিয়েছে। কুরআনের ভাষ্যমতে, এসব তাদের ভিত্তিহীন আকাঙ্ক্ষা; যার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, ইহুদি-খ্রিস্টানরা তোমাদেরকে জান্নাতের লোভ দেখিয়ে তাদের মতাদর্শে দীক্ষিত করার চেষ্টা করতে পারে। নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তোমরা তাদের এসব কথা আমলে নেবে না। এসব তাদের খামখেয়ালী ও প্রতারণার কৌশলমাত্র।

'উম্মিয়ীন' প্রসঙ্গে বিশ্বাস

ইহুদিরা মনে করে, তারাই একমাত্র শিক্ষিত জাতি অন্যরা অশিক্ষিত বা মুর্খ। তাই তারা আরবদেরকে ঢালাওভাবে 'উম্মিয়ীন' বলতো। শব্দটি তারা অশিক্ষিত হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করতো। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের ভাষ্য,

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"আহলে কিতাবদের মধ্যে কতিপয় লোক এমন আছেন; যাদের কাছে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও তারা সে সম্পদ ঠিকঠাক ফেরত দেবে আবার কিছু লোক আছে, যাদের একটি দিনার জমা রাখলেও তা ফেরত দেবে না তবে তোমরা যদি তাদের পাহারা দাও" (তখন ভিন্নকথা)। তারা বলে, "এসব নিরক্ষর লোকদের ব্যাপারে (পরকালে) আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না। আর তারা জেনেশুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে" (সুরা আলে ইমরান : ৩/৭৫)।

উপর্যুক্ত আয়াতে ইহুদিদের অনাচার, ভ্রষ্টাচার, বিশ্বাসঘাতকতা ও নানান জালিয়াতির উল্লেখ করতে গিয়ে কুরআন মাজীদ বলছে, তাদের কাছে কারও সম্পদ গচ্ছিত রাখা হলে তারা সেটা ফেরত দেয় না। এরূপ আত্মসাৎ ও বিশ্বাসঘাতকতার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে তারা বলে, "ওদের সম্পদ বিষয়ে আমাদেরকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না" (তাবারি খ.৬, ৫২২)।

ইহুদিদের কাছে আখলাক-চরিত্র, নৈতিকতার মানদণ্ড আলাদা। তাদের মনগড়া শরীঅ'তের বিধানমতে একজন ইহুদি অপর ইহুদির সঙ্গে মিথ্যা, জোচ্চুরি এবং তাদের সম্পদ গ্রাস করা পাপ অথচ অন্য ধর্মাবলম্বী – যাদের জন্য তারা উম্মিয়ীন পরিভাষা ব্যবহার করে– লোকদের ক্ষেত্রে তা হালাল। তওরাতে ঋণ ও সূদ বিষয়ে ইহুদি আর অ-ইহুদির মধ্যে বিধানের যে ভিন্নতা আছে সেটাকে এই জালিয়াতির জন্য সূত্র হিসেবে ব্যবহার করার অপচেষ্টা করে থাকে (Bible 23 : 20)। এর ভিত্তিতে ইহুদিরা বলে, আরবদের (উম্মিয়ীন) যে কোনো সম্পদ গ্রাস করা আমাদের জন্য হালাল; কারণ তারা আমাদের ধর্মের শত্রু এবং আমাদের ধর্মগ্রন্থের কোনো বিধানে তাদের কোনো অধিকার নেই। ইহুদিরা অন্য ধর্মাবলম্বী যে-কারও সম্পদ নিজেদের জন্য হালাল মনে করে। এমনকি তারা দাবি করে যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওপর যেকোনো জুলুম বৈধ। তাদের অধিকারকে পদদলিত করাকে হালাল মনে করে ইহুদিরা (পানিপথি খ.১, ৭৪)।

ইহুদিদের আত্মতৃপ্তির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইমাম রাযি কিছু কারণ উদ্ঘাটন করেছেন যার সারকথা: "ইহুদিরা নিজেদের ধর্মীয় বিষয়ে অত্যন্ত হঠকারী। তারা বলে, ধর্মীয় বিষয়ে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করলেই যে কাউকে হত্যা পর্যন্ত করা যাবে। লুট করা যাবে ধর্মীয় প্রতিপক্ষের যেকোনো সহায়-সম্পদ।" অনুরূপভাবে ইহুদিরা দাবি করে, "আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর একান্ত প্রিয় সম্প্রদায়; সমগ্র মানবজাতি আমাদের দাস। একারণে তারা অ-ইহুদিদের সম্পদ নিজেদের জন্য বৈধ বিবেচনা করে" (রাযি খ.৮, ২৬৪)।

আল্লামা গোলাম রসুল সাঈদী লিখেছেন, ইহুদিরা বলে: "মুসলমানদের সম্পদ গ্রাস করা কোনো পাপ নয়; কথাটির মাধ্যমে বস্তুত তারা মুসলমানদের তুচ্ছ এবং নিজেদের মর্যাদাবান বলে জাহির করে থাকে। এটা বলে তারা অহঙ্কার প্রকাশ করতো যে, তারা শিক্ষিত এবং মুসলমানদের আগে তাদের কাছে আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে। এ কারণে তারা নিজেদেরকে আহলে কিতাব আর মুসলমানদেরকে 'উম্মিয়ীন' আখ্যায়িত করে। একইভাবে তাদের ধর্মীয় শত্রুদের জীবন ও সম্পদ হরণকে বৈধ মনে করে" (সাঈদী খ.২, ২৭৪)।

ইহুদিরা রাসূলুল্লাহর আনীত ইসলামে বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সম্পদ লুণ্ঠন, তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও নানাবিধ প্রতারণার অপকর্মে একেবারে অকৃত্রিম এবং এ ধরনের অপরাধে নিষ্ঠাবান। এসব অপকর্মের জন্য তারা কোনো জবাবদিহির মুখোমুখি হবে না মর্মে আত্মতৃপ্তিতে ডুবে ছিলো। অথচ পূর্বোক্ত আয়াতে আল্লাহ পরিষ্কার বলেছেন, "তাদেরকে জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে না কেন ? যারা ভুলপথ অবলম্বন করবে এবং অনাচারে লিপ্ত থাকবে তাদেরকে অবশ্যই কঠিন জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে, ভোগ করতে হবে সকল কৃতকর্মের শাস্তি।"

আল্লাহ তা'আলা মুখাপেক্ষী হওয়া প্রসঙ্গে

ইহুদিরা আল্লাহর প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে ঠাট্টা করতে গিয়ে দাবি করে বসে, আল্লাহা তা'আলা তাদের প্রতি মুখাপেক্ষী আর তারা ধনী। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের ভাষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে,

لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘ.

"নিশ্চয়, আল্লাহ সেসব লোকের কথা শুনেছেন যারা বলে থাকে, আল্লাহ অভাবী (মুখাপেক্ষী) আর আমরা ধনী" (সুরা আলে ইমরান, ৩/১৮)।

ইবন্ হাতিম প্রাসঙ্গিক বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন,

عن ابن عباس ـ رضـ ـ أتت اليهود محمدا – صلى الله عليه وسلم ـ حين أنزل الله : مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فقالوا : أفقير ربك يسئل عباده القرض ؟

'আবদুল্লাহ ইবন্ 'আব্বাস (রা.) বলেন, "আল্লাহ যখন (তাঁকে কর্জে হাসানা দেওয়া বিষয়ক) আয়াত নাযিল করলেন, তখন ইহুদিরা এসে বললো, আপনার প্রভু এত অভাবী যে, বান্দার কাছ থেকে ঋণ চায়"! (ইবন্ আবি হাতিম খ.৩, ৮২৮)"। ইবন্ হিশামের বর্ণনামতে, ইহুদিদের মধ্যে ফাহহায ইবন্ আজুরা নামের এক দুর্বৃত্ত ছিল যাকে আবূ বকর সিদ্দিক (রা.) একবার থাপ্পড় পর্যন্ত মেরেছিলেন। সে একবার দাবি করে, "আল্লাহ যেহেতু মুসলমানদের কাছ থেকে কর্জ চাইছেন, কাজেই তিনি দরিদ্র (নাউযুবিল্লাহ) আর আমরা ধনী (ইবন্ হিশাম খ.১, ৫৫৯)।"

তার মন্তব্যটি সাধারণ মুসলমানদের সংশয়ে ফেলার জন্য একটি ধৃষ্টতামূলক বিদ্রুপ ছিল। ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে ঠাট্টা করার কোনো সুযোগ ইহুদিরা হাতছাড়া করতো না। রাসুলের যুগে যখন ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং জিহাদে বেশি বেশি সম্পদ ব্যয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছিল; ইহুদিরা জেনেবুঝে সংশ্লিষ্ট আয়াতের অর্থ বিকৃতি এবং মনগড়া ব্যাখ্যার ধৃষ্টতা দেখাতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি হলো, দরিদ্র বান্দাদের জন্য খরচ করাকে আল্লাহ তা'আলা পরোক্ষভাবে আল্লাহর জন্য খরচ করা বলেই সাব্যস্ত করেছেন; অথচ আল্লাহ সর্ববিষয়ে অমুখাপেক্ষী। সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ তা'আলার। "ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করাকে 'কর্জ' নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর মর্ম হচ্ছে, তোমরা আল্লাহর বান্দাদেরকে সাহায্য করলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। দেনাদার যেভাবে ঋণদাতার পাওনা শোধ করে তেমনি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যা খরচ করবে কিয়ামতের দিন তার প্রতিদান দেবেন। নিয়ম হলো, কেউ কাউকে কর্জ দিলে নির্দিষ্ট সময়ে তা ফেরত পায়। মুসলমানদের সমাজে এটা বলা হতো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো তাহলে আল্লাহ বিনিময়ে তোমাদেরকে জান্নাত দান করবেন।

এ প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণ একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, সাহাবি আবুদ্ দারদাহ (রা.) যখন জানতে পেরেছেন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে 'কর্জ' চেয়েছেন, তখন তিনি রাসূল্লাহর (সা.) দরবারে হাজির হয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আল্লাহ কি আমাদেরকে কর্জে হাসান দিতে বলেছেন ? আল্লাহর রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এর বিনিময়ে আমরা কী পাবো ? নবিজি বললেন, জান্নাত। একথা শুনে তিনি নিজের দুটি বাগান থেকে একটি বাগান আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেন" (সুয়ূতী খ.১, ৭৪৬)।

মোটকথা উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আল্লাহকে কর্জে হাসানা প্রদান-সংক্রান্ত আয়াতের মর্ম স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ইহুদিরা বিষয়টি নিয়ে এভাবে ঠাট্টা করছিল যে, কর্জ তো দরিদ্র লোকেরা চায় আর ধনীরা কর্জ দেয়। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ালো আল্লাহ দরিদ্র হয়ে গেছেন এবং আমরা ধনী। এ কারণে আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে ঋণ চাইছেন। ইহুদিদের এরূপ ধৃষ্টতা ও ঠাট্টার জবাবে আল্লাহ কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। নিশ্চয় তাদের এমন মন্তব্য রেকর্ড রাখা হয়েছে। আর যখন কৃতকর্মের হিসাব দেওয়ার পালা আসবে তখন তাদেরকে বলা হবেঃ "এবার (ঠাট্টা করার) স্বাদ আস্বাদন কর" (সুরা নিসা, ৫/৪৯)।

নিষ্পাপ ও পরিশুদ্ধতা প্রসঙ্গে

নবি-রাসূল ও নাবালক শিশু ছাড়া কেউ নিজেকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ এবং পরিশুদ্ধ দাবি করতে পারে না অথচ ইহুদিরা আল্লাহর নবির সামনে এসে বললো, তারা শিশুদের মতোই নিষ্পাপ ও পরিশুদ্ধ। এমন ভিত্তিহীন সাফাইকে নাকচ করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ

"আপনি কি সেসব লোকের অবস্থা লক্ষ্য করেন নি, যারা নিজেদেরকে খুবই পরিশুদ্ধ বলে দাবি করে। বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে পরিশুদ্ধ করেন" (পানিপথি খ.২, ১৪০)। এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বলেন, বুহরী ইবন্ আমার, নোমান ইবন্ আওফা ও মারহাব ইবন্ জায়েদ প্রমুখ ইহুদি নিজের ছোট সন্তান-সন্ততি নিয়ে আল্লাহর রাসূলের দরবারে হাজির হয়। তাঁর কাছে তারা জানতে চায়, এই নাবালক বাচ্চাদের কি কোনো পাপ হতে পারে? তিনি বললেন, না ! তারা বললো, আমরাও তাদের মতো। দিনে আমরা যে পাপ করি রাতে তা মাফ করে দেওয়া হয়, আর রাতে যেসব পাপ করি তা দিনে মাফ হয়ে যায়। ইহুদিরা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয় বান্দা বলেও দাবি করতো। তারা বলতো, আমাদের দিনের পাপগুলো রাতে এবং রাতের পাপগুলো দিনে মাফ হয়ে যায় (পানিপথি খ.২, ১৪০)।

এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তারা নিজেদের নিষ্পাপ এবং অন্যদের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে। তাদের দাবি, জান্নাতে তারা ব্যতীত কেউ প্রবেশাধিকার পাবে না। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই অমূলক দাবি নাকচ করে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, মানুষ নিজেকে নিষ্পাপ দাবি করলেই নিষ্পাপ সাব্যস্ত হয় না বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে পরিশুদ্ধ করে থাকেন। এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, মানুষের ধর্মপরায়ণতা, সততা, তাকওয়া-পরহেযগারী ও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়া ইত্যাদি নিজের প্রশংসামূলক কথাবার্তা কোনো কাজে আসবে না।

'আল্লাহর সন্তান' দাবি প্রসঙ্গে

আল্লাহ কারও সন্তান নন এবং তিনিও কোনো সন্তান জন্ম দেন নি। আল্লাহ এসব সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে। অথচ তারা নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান বলে যে উদ্ভট দাবি করতো সে প্রসঙ্গে কুরআনের ভাষ্য,

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

"আর ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বলে থাকে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর একান্ত প্রিয়ভাজন" (সুরা নিসা, ৫/১৮)। বিশ্বনবির কাছে কতিপয় আহলে কিতাব ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য এলে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর অবাধ্যতার শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলেন। জবাবে তারা বললো, হে মুহাম্মদ ! আপনি আমাদেরকে কীভাবে আখিরাতে শাস্তির ভয় দেখান ? আমরা তো আল্লাহর সন্তান ও তাঁর একান্ত প্রিয়ভাজন (কুরতুবি খ.৬, ১২০)।

উক্ত প্রেক্ষাপটে আয়াতটি নাজিল হয়েছে এবং তাদের বানোয়াট দাবির অসারতা অভিব্যক্ত হয়েছে। ইহুদিদের এমন দাবিও আছে যে, তারাই কেবল আল্লাহর প্রিয় বান্দা, সত্য ও সঠিকপথের (হেদায়েতপ্রাপ্ত) একমাত্র অবিচল অনুগামী। আখেরাতে কেবল তারাই নাজাতপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী। পরকালে তারা ব্যতীত অন্যরা কেউ কিছুই পাবে না। তাদের এই দাবির অন্তরালে পরোক্ষভাবে এমন দাবিও রয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতও আখেরাতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। পাশাপাশি এ দাবির ভেতর দিয়ে তারা সাধারণ মুসলমানদের মাঝে কুরআনের শিক্ষা ও রাসুলের প্রতি অনাস্থা তৈরির অপচেষ্টা করেছে।

ক্ষমাপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বনু ইসরাইলের কথা উল্লেখ করে তাদের উত্তরসূরিদের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

خَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

"অতঃপর তাদের এমন উত্তরসূরি আসবে যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হবে এবং তাদের পার্থিব সম্পদ গ্রহণ করে আর বলে, আমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অথচ তাদের কাছে আরও বেশি সম্পদ এলেও তারা কব্জা করে ফেলবে। কিতাবে কি তাদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেওয়া হয় নি যে, তারা যেন আল্লাহর ব্যাপারে সত্য বৈ মিথ্যা না বলে। কিতাবে যা আছে তারা তা পড়েছে। নিশ্চয় আখিরাত পরহেযগারদের জন্যই উত্তম ঠিকানা। তাহলে তোমাদের কি সুস্থ বোধশক্তি নেই" (সুরা আরাফ : ৭/১৬৯) ?

এ আয়াতে ইহুদিদের সেসব অনুসারীদের কথা বর্ণিত হয়েছে যারা আল্লাহর নাফরমানির পরও এই চিন্তাগত ভ্রান্তিতে ডুবে আছে যে, তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং কোনো বিষয়ে তাদেরকে জবাবদিহির মুখে পড়তে হবে না। অথচ তারা ঘুষ নিয়ে তওরাতের বিধান বিকৃত করে ফেলেছে। সম্পদ সঞ্চয়ের ব্যাপারে তাদের লোভ এতই অসংযত যে, হালাল-হারামের কোনো পরোয়া না করে পার্থিব সম্পদ আহরণের পেছে ছুটতে থাকে। আল্লাহর বিধান সম্পর্কে তাদের এই খামখেয়ালির কারণ সেটাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তারা বলে যে, আমরা ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধর, আল্লাহর সন্তান এবং প্রিয়ভাজন। কাজেই আমাদের ক্ষমাপ্রাপ্তি নিশ্চিত। আল্লাহ বলেন, এটা তাদের স্রেফ আত্মতৃপ্তি ছাড়া কিছু নয়। এমন আত্মপ্রসাদ নাকচ করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন, "আমি তাদের কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিনি যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া মিথ্যা বলবে না ? এছাড়া তারা তো তাওরাতেও পড়েছে এবং ভালোভাবে জানে যে, উৎকোচ গ্রহণ করা যাবে না" (Bible 8 : 23)। মিথ্যা বলা হারাম (Bible 1 : 23) কারও প্রতি নিপীড়ন করা অবৈধ" (Bible 1 : 23)। কিতাবে মুকাদ্দাসের 'খুরুজ' অধ্যায়ে আরও অনেক বিধানের কথা উল্লেখ রয়েছে, যা তারা জেনেবুঝে তার বরখেলাপ করে থাকে।

ইহুদিদের ভ্রান্ত চিন্তার পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ

ইতিহাসের শুরু থেকেই ইহুদিরা ভিত্তিহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মনগড়া ধারণা ও কাল্পনিক নানান ভ্রান্ত চিন্তা নিয়ে পড়ে থাকতো। নিজেদের মতো করে ধর্মের অনেক বানোয়াট বিশ্বাস তৈরি করে রেখেছিলো তারা। কেবল এখানেই তারা থেমে যায় নি বরং মনগড়া, বানানো এসব অলীক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিতো। এমন ধৃষ্টতা ও বিকৃতির ভ্রষ্টাচার থেকে ফিরে আসার জন্য তাদেরকে বহুবার তিরস্কার করা হয়েছে। প্রকৃত সত্যকে তাদের সামনে তুলে ধরার পরও প্রজন্ম পরম্পরায় তারা এই হঠকারিতা থেকে ফিরে আসেনি। এছাড়াও জ্ঞান ও সৎকর্ম থেকে বিচ্যুতি ও তাদের জন্য সত্যের পথে ফিরে আসার ক্ষেত্রে অন্যতম বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দার্শনিক বিচারেও মানবীয় স্বভাবের প্রবণতা হলো, কোনো জাতি জ্ঞান ও সৎকর্ম থেকে বিচ্যুত হলে তাদের স্বভাবে উচ্চাভিলাস ও মস্তিষ্কে অলীক চিন্তা বাসা বাঁধে। পরে উচ্চাভিলাস ও অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা বানোয়াট বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়। ইহুদিদের অবস্থাও তাই হয়েছিল। নবি-রাসূলদের শিক্ষা থেকে তাদের সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুতি এ অবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছিল। তারা তাদের স্রেফ উচ্চাভিলাস ও মনগড়া আকাঙ্ক্ষাকে বিশ্বাসের মর্যাদায় তুলে ফেলেছিল। এ কারণে কুফর-শিরকে ডুবে থাকার পরও তারা আশা করে জান্নাতের যাওয়ার। তাদের দাবি, ইবরাহিম (আ.) তাদেরকে জাহান্নামে যেতে দিবেন না। বংশপরম্পরায় লালিত ভ্রান্ত বিশ্বাস তাদেরকে আত্মপ্রবঞ্চনায় ডুবিয়ে রেখেছে যে, তারা আল্লাহর বিশেষ প্রিয়ভাজন বান্দা। কাজেই তাদের তেমন কোনো আমল না থাকলেও বিচারদিনে তাদেরকে কোনো জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে না। তাদের ধারণা হলো, প্রথমত তারা জাহান্নামে যাবেই না। যদি অল্পদিনের জন্য যেতেও হয় তবে সামান্য লঘুশাস্তির পর জান্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

সুরায়ে বাকারার ১৩৫ নম্বর আয়াতের ভাষ্যমতে তারা এই মর্মে ভ্রান্ত বিশ্বাসে ডুবে আছে যে, হেদায়তপ্রাপ্ত জাতি কেবল তারাই। এমন ধারণার ভিত্তিতে তারা বলে, 'তোমরা ইহুদি অথবা খ্রিস্টান হয়ে যাও তবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা পথভ্রষ্টতার মধ্যে আছে। তারা বলতে চাইতো কেবল ইহুদি ও খ্রিস্টবাদ হলো আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। নিঃসন্দেহে তাদের এই দাবি অমূলক ও প্রমাণবিহীন। প্রমাণের দুনিয়ায় তাদের অবস্থান দরিদ্রতম। দলিল হিসেবে তারা কেবল এটাই উপস্থাপন করতো যে, ইবরাহিম (আ.) যেহেতু 'ইহুদি ছিলেন।' কাজেই শুধুই ইহুদিরাই নাজাত পাবে। এই ভিত্তিহীন দাবির মাধ্যমে নিজেদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার নজির কেবল ইহুদিদের নয় বরং ইতিহাসে পতনোন্মুখ প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের প্রবণতা অনুরূপ ছিল; এখনও তাই আছে।

ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, যে জাতি চিন্তা, কর্ম ও চরিত্রে ক্রমশ নিম্নগামী তারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে শুধুই অতীতের কৃতিত্ব, ঐতিহ্য ও পূর্বপুরুষের গৌরবগাথা দিয়ে সাজাতে তৎপর থাকে। ইহুদিরাও খানিকটা এই রীতি অবলম্বন করেছে। তারা নিজেদের ধর্মীয় অবস্থানকে সত্য ও সঠিক প্রমাণের জন্য ইবরাহিম (আ.)-কে ইহুদি সাব্যস্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তাঁর বিশ্বাসের অনুরূপ বলে দাবি করে আসছে। সুরা বাকারার ১৪০ আয়াতে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তারা ইবরাহিম (আ.)-এর পাশাপাশি ইসমাইল (আ.), ইসহাক (আ.) ও ইয়াকুব (আ.)-কেও ইহুদি বলে দাবি করে আসছে। অথচ তারা ভালোভাবেই জানে যে, ইহুদিবাদের সঙ্গে উপর্যুক্ত নবি-রাসূলগণের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি তাওরাতেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে, "নবি-রাসূলগণ ইহুদি বা খ্রিস্টান ছিলেন না। ইবরাহিম আ. যে, দীনে হানিফের অনুসারী ছিলেন সে বিষয়ের প্রমাণ তওরাতেও রয়েছে। কিন্তু ইহুদিরা বিশ্বনবী মুহাম্মদ সা.-এর নবুওয়তের উদ্ধৃতি গোপন করার মতো এটাও গোপন করেছে" (নাসাফী খ.১, ৩৬)। এরপরও নিজেদের মুখরক্ষার জন্য রাসুলের বিরোধিতা করতে গিয়ে এসব মিথ্যা দাবি উত্থাপন করতো। তাদের এই বানোয়াট দাবি জোরালোভাবে নাকচ করতে গিয়ে আল্লাহতা'আলা তাঁর প্রিয় হাবিবকে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, আপনি বলে দিন, [وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا] "তারা সঠিক পথের অনুসারী মুসলিম ছিলেন" (সুরা আলে ইমরান, ৩/৬৭)। অতীতের আম্বিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।' তাঁরা আজীবন একত্ববাদের ওপর অবিচল; তাদের জন্য ইহুদি বা খ্রিস্টীয় মতবাদের বিশ্বাসী হওয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। মানুষের হেদায়াতপ্রাপ্তির জন্য ইহুদিবাদ বা খ্রিস্টবাদে বিশ্বাসী হওয়া যদি আবশ্যকীয় শর্ত হয় তাহলে উক্ত ধর্মগুলো বহু শতাব্দী পূর্বে পৃথিবীতে আগত নবি ও সৎ লোকগণের হেদায়েতের মানদণ্ড কী হবে ? অথবা যখন ইহুদি বা খ্রিস্টান ধর্মের অস্তিত্ব ছিল না ? তখন মানুষের জন্য হেদায়েতের মানদণ্ড কী ছিলো ? তারা কি পথভ্রষ্ট ছিলো ? এই প্রশ্নটি ইহুদিদের অসার ও মিথ্যা দাবির দুর্গ খুলে দিবে। ফলে তারা লা-জবাব হতে বাধ্য হবে। সুতরাং জোর দিয়ে বলা যায় যে, হেদায়েতের মানদণ্ড ইহুদি

বা খ্রিস্টান ধর্ম নয়, বরং সর্বযুগেই বিশুদ্ধ তাওহীদের সমন্বয়ে গঠিত সরল ও সঠিক পথেই হেদায়েত নিহিত। এ পথই দীনে হানীফ। এরই অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় তারা এই ধারণাও তৈরি করেছিলো যে, ইহুদিরাই কেবল নাজাতপ্রাপ্ত। তারা নিজেদেরকে জান্নাতের একমাত্র অধিকারী মনে করে বলত যে, ইহুদি বা খ্রিস্টান ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। পূর্বের মর্যাদার ভিত্তিতে তারা নিজেদের জান্নাতী বলে মনে করে।

অথচ কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় নাজাতের পথের বর্ণনা আছে, যে মন্দ কাজ করবে সে শাস্তি পাবে এবং যে ভালো কাজ করবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। কুফর ও শিরক আঁকড়ে ধরে, পাপাচার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কারো সাথে বন্ধন ও সম্পর্কের ভিত্তিতে চূড়ান্ত নাজাত নিশ্চিত হওয়ার ধারণাটি বাতিল ও অসার। সম্প্রদায় ও জাতিগত পরিচয়কে মুক্তির মানদণ্ড বলে ধরে নিয়েছিলো, ফলে তারা ধ্বংস হয়। তাদের ধারণা ছিলো জাহান্নামের আগুন তাদের স্পর্শ করবে না। সূরা আল-বাকারার ৮০নং আয়াত এবং আলে ইমরানের ২৪ নং আয়াত অনুসারে, তারা এই বিভ্রমের মধ্যে ছিল যে, তাদের জাহান্নামে যেতে হলেও তারা মাত্র কয়েক দিনের জন্য যাবে। পবিত্র কোরআনে তাদের অবস্থান ও বিশ্বাসকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "এর পক্ষে তোমাদের কোনো প্রমাণ আছে কি?" আল্লাহ কি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন যে, তিনি তোমাদের মাত্র কয়েকদিনের জন্য জাহান্নামে রাখবেন অতঃপর তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে ? কিসের ভিত্তিতে তোমরা এ আত্মতুষ্টিতে ভুগছো ? তোমাদের দাবির কোনো ভিত্তি আছে ? কুরআনের কথা থেকে স্পষ্ট যে, এটা ছিল ইহুদীদের মনগড়া বিশ্বাস। আল্লাহ তাদেরকে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেননি বরং আত্মতৃপ্তির জন্য ধ্বংসের পথে হেঁটেছিল তারা। তারা নাজাতের ব্যাপারে এতটাই নিশ্চিত ছিলো যে, তারা বলে বেড়াতো, ইব্রাহিম (আ.) তাদের জাহান্নামে যাওয়া থেকে রক্ষা করবেন। তাদের অলীক কল্পনা এবং মনগড়া বিশ্বাসের একটি কারণ ছিল, তারা নিজেদেরকে আল্লাহর পুত্র এবং প্রিয়জন বলে অভিহিত করত। তারা বিশ্বাস করতো আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তার প্রিয়জন, তাই আল্লাহতা'আলা তার প্রিয় বান্দাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন না।

প্রশ্ন হলো, কে তাদের আল্লাহর প্রিয়ভাজন ঘোষণা করলেন ? আল্লাহর সর্বশেষ নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল কুরআনে কি এমন কোনো তথ্য উল্লেখ আছে ? কোনভাবেই না। তাহলে তারা কীভাবে এই কল্পনার মোহে ডুবে রয়েছে ? ইহুদিদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিষয়টিকে স্পষ্ট করে। ঐতিহাসিক প্রমাণ অনুযায়ী বনী ইসরাঈল আল্লাহর প্রিয় জাতির মধ্যে গণ্য ছিল। তিনি তাদেরকে পার্থিব সকল সম্মান ও মহত্ত্ব দান করেছেন। তিনি তাদেরকে আসমানি ধর্মের জন্য মনোনীত করেছিলেন। তাদের জন্য তিনি সদলবলে ফেরাউনকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছিলেন। তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও রহমত বর্ষণ করেছিলেন। তাদেরকে পবিত্র ভূমির উত্তরাধিকারী বানিয়েছিলেন। তা নিশ্চয় তাদের সম্মান-মর্যাদা ও রহমানের অফুরন্ত রহমত। তাদের অহমিকা ও গাদ্দারির কারণে পৃথিবীতে সবচেয়ে ঘৃণিত জাতি হিসেবে পরিণত হলো। তারা পরবর্তীকালে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। তাদের জঘন্য অবাধ্যতা ও মহাপাপের কারণে পৃথিবী কম্পিত হলো। তাদের 'আলিমগণ আল্লাহর কৃত হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করেছেন। পাপকাজে তারা তাদের 'আলিম ও পাদ্রিগণের অনুসরণ শুরু করলো।

আল্লাহর বিধান পরিবর্তন প্রসঙ্গে

হালাল-হারাম নির্ধারণ ছিল আল্লাহর কাজ। তারা রাজা-বাদশাহ ও অভিজাত লোকদেরকে খুশি করার জন্য এবং সাধারণ মানুষের ঝোঁক ও প্রবণতা অনুসারে আল্লাহর শরী'আত পরিবর্তন করে। এই কারণেই তারা তাদের 'আরবাব' (ধর্মগুরু) বানিয়েছিল। তারপর তারা সুদ খেতে শুরু করে। আল্লাহ ও তাঁর প্রদত্ত দীনের সাথে তাদের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে।

এই সকল অপরাধ সত্ত্বেও তাদের বিশ্বাস হলো যে, তারা আল্লাহর মনোনীত ও নির্বাচিত। কাজেই, আগুন তাদেরকে শুধুমাত্র কয়েক দিনের জন্য গ্রাস করবে এবং ইহুদিরাই কেবল পরকালে নাজাত পাবে। যেন ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে ! ধর্মের ক্ষেত্রেও স্বজনপ্রীতি ও সম্পর্কের দোহাই প্রযোজ্য। অবশ্যই আল্লাহ এসবের ঊর্ধ্বে। শুধু সঠিক বিশ্বাসের মাধ্যমেই আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা যায় (সৈয়দ কুতুব খ.২, ১২৫)।

মোটকথা, ইহুদি তথা বনু ইসরাইলের ওপর প্রদত্ত ঐশী পুরস্কারের ভিত্তিতে তারা নিজেদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী ও প্রিয়ভাজন মনে করত। যদিও সে-সময় বনী ইসরাইলের মর্যাদা ভিন্ন ছিল এবং এখন তাদের 'আকীদা ও ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। মূলত, তারা নিজেদেরকে শরী'আতের বিধান পালনে আওতামুক্ত বলে মনে করতো। তারা ছিল আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। অতএব, অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ওপর নিজেদের মর্যাদা জাহির করার এরূপ দাবির কোনো বৈধতা আদৌ নেই। এর মধ্যে যে শিক্ষা লুকিয়ে আছে তা হল, সূরা বাকারার ৯১ নং আয়াতেও ইহুদীদের হঠকারিতার বর্ণনা রয়েছে। তারা এই বিভ্রমের মধ্যে ছিল যে, 'তাওরাতে বিশ্বাস করাই আমাদের নাজাতের জন্য যথেষ্ট। এ কারণে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের নবীকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিল। যখন ইহুদিদেরকে কুরআন এবং শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার জন্য আহ্বান করা হয়, তারা তাদের ধর্মীয় হঠকারিতা এবং জাতিগত গোয়ার্তুমিবশত বলেছিল, আমাদের কেবল এটিই বিশ্বাস করা উচিত, যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। এ ছাড়া অন্য কিছুতে তারা বিশ্বাস করবে না। তাদের মানসিকতা ছিল কেবল তাওরাতকে বিশ্বাস করা। মূলত, তাওরাতেও তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। কুরআনে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, যে তোমরা যদি তাওরাত বিশ্বাস কর তবে আমাকে বল, তোমরা কেন নবীদের হত্যা করলে ? অথচ তাঁরা তোমাদের স্বজাতি বনী ইসরাঈলেরই। ' কোন শরীয়ত নবী হত্যার বৈধতা দেয় ? এখানে কুরআন ঐতিহাসিকভাবে ইহুদিদের পূর্বপুরুষদের চরিত্র বর্ণনা করেছে। তোমরা যখন তোমাদের নবির কাছে শরীয়ত প্রদানের দাবি করলে, তখন তাওরাত অবতীর্ণ হয় কিন্তু তোমরা তা মানতে অস্বীকার করলে। তোমাদের ইতিহাস বারংবার বিশ্বাসঘাকতার ইতিহাস। তাই এখানে ইহুদিদের কাছে প্রশ্ন করা হলো, তোমরা কোন্ তাওরাতে বিশ্বাস কর ? তোমাদের শিক্ষা তাওরাত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত!

অতএব, তাওরাতের প্রতি তোমাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যের দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। নিঃসন্দেহে ইহুদিদের চরিত্র স্পষ্ট করে দেয় যে, তারা কেবল তাদের নিজেদের ইচ্ছার পূজারী ছিল এবং জাতিগত অহংকারে নিমজ্জিত ছিল। মক্কাবাসীদেরকে তারা নিকৃষ্ট মনে করত।

এই জাতিগত অহমিকা আর কুসংস্কারের কারণে তারা বলত, لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ

"এ উম্মীদের (প্রতি অবিচার ও অত্যাচারে) ব্যাপারে আমাদের উপর কোনো পাপ নেই" (রাযী খ.৮, ২৬৪)। অর্থাৎ অ-ইহুদিদের ক্ষেত্রে তাদের কোনো জবাবদিহি হবে না। ইহুদিরা 'উম্মি' শব্দটি সাধারণভাবে নিজেদের ব্যতীত অন্যদের জন্য এবং বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য ব্যবহার করত। এর দ্বারা তারা অশিক্ষিত বোঝাতো।

জাতিগত কুসংস্কার ও অহমিকা তাদেরকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল যে, তারা অ-ইহুদিদের অর্থাৎ মুসলমানদের উপর অত্যাচারকে পূণ্যের কাজ মনে করতো। সূরা আলে-ইমরানের ৭৫ নম্বর আয়াতে ইহুদিদের ভূমিকা স্পষ্ট করা হয়েছে যে, তারা মুসলমানসহ অন্যান্য জাতির ধন-সম্পদ চুরি করতো। তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকে বৈধ মনে করতো। তারা মনে করে যে, তাওরাতে সম্পদ লুন্ঠন ও সুদ গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ইহুদি জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এটি অ-ইহুদী জাতির সাথে সম্পর্কিত নয়। অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা বৈধ। আশ্চর্যের

বিষয় হলো, এই জাহেলিয়াত ও নিকৃষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ইহুদি 'আলিমরাও একই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতো এবং এ বিষয়ে ফতোয়া জারি করতো।

কেন ইহুদিরা অ-ইহুদিদের সম্পদ লুট করা বৈধ মনে করত? ইমাম রাজী এ কথা প্রসঙ্গে তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন :

الأول : أنهم مبالغون في التعصب لدينهم، فلا جرم يقولون : يحل قتل المخالف ويحل أخذ مال بأي طريق كان. الثاني : أن اليهود قالوا (نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ) والخلق لنا عبيد فلا سبيل لأحد علينا إذا أكلنا أموال عبيدنا.

الثالث : أن اليهود إنما ذكروا هذا الكلام لا مطلقا لكل من خالفهم، بل العرب الذين آمنوا بالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ

১. "ইহুদিরা ধর্মীয় বিষয়ে খুবই হঠকারী। তারা বলতো, ধর্মীয় ক্ষেত্রে যারাই তাদের বিরোধিতা করবে তাদের হত্যা ও সম্পদ লুণ্ঠন করা বৈধ।
২. ইহুদিরা বলে থাকে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর একান্ত প্রিয়ভাজন। গোটা দুনিয়ার মানুষ আমাদের দাস। এ কারণে অ-ইহুদিদের সম্পদ আত্মসাৎ করাকে বৈধ মনে করে।
৩. ইহুদিরা যে কারো সম্পদকে নিজেদের জন্য বৈধ মনে করে তা নয়; বরং কেবল সেসব আরবদের সম্পদ যারা নবি মুহাম্মদ সা.-এর ওপর ঈমান এনেছে, তাদের সম্পদকে নিজেদের জন্য আত্মসাৎ করা হালাল মনে করে" (সাঈদী খ.২, ২০৫)।

ইহুদিরা বলে, মুসলমানদের সম্পদ গ্রাস করা বৈধ। এ দাবির মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বোঝাতে চায়। এ কারণে তারা অন্য আহলে কিতাব ও মুসলমানদেরকে 'উম্মিয়ীন' বলে আখ্যা দেয়। তাদের বিশ্বাস, যারা উম্মি বা জাহিল তাদের অধিকার ধ্বংস করা যাবে (সাঈদী খ.২, ২০৫)।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তারা কীসের ভিত্তিতে মুসলমানদের জীবন ও সম্পদ ধ্বংস করাকে বৈধ মনে করে ? তাদের ধারণামতে, তাওরাতের একটি অধ্যায়ের 'ব্যতিক্রম' বিষয়ভুক্ত আয়াত থেকে বিধানটি গৃহীত। অথচ বাস্তবতা তাদের দাবির সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃত বিষয় হলো, তাওরাতের উক্ত আয়াতে ইসরাইলি ও অ-ইসরাইলির মধ্যে কিছু বিষয়ে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে এমনটি বলা হয়নি যে, অ-ইসরাইলিদের সম্পদ আত্মসাৎ করা যাবে। তওরাতের বাণীটি : "তোমরা তোমাদের প্রতিবেশিদেরকে (অপরিচিত ও অ-ইসরাইলি) সুদের বিনিময়ে কর্জ দিলেও নিজের ভাইদেরকে সুদের ওপর কর্জ দেবে না। তাহলে তোমরা যে জনপদ অধিকার করতে যাচ্ছো তাতে তিনি তোমাদের কাজে সাহায্য করবেন এবং বরকত দান করবেন (Bible 23 : 20)।

তওরাতের উক্ত বাণীতে (তখনকার বিধান হিসেবে) অ-ইসরাইলিদের কাছ থেকে সুদ গ্রহণের বৈধতা ছিল। এটি বলা হয় নি যে, অ-ইসরাইলিদের সম্পদ আত্মসাৎ করা যাবে। একথাটিও তখনই সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় যদি বর্তমান তওরাতে যে আয়াতটি রয়েছে পূর্বের তওরাতেও হুবহু এমনটিই ছিল বলে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে প্রতিভাত হয় যে, আয়াতটি (ইহুদিদের পক্ষ থেকে) বিকৃত করা হয়েছে। কেননা, অ-ইসরাইলিদের কাছ থেকে সুদ নেওয়া জায়েজ হলে তাদের কাছ থেকে মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ বৈধ হবে। আর এটাই হলো, ইহুদিদের মতে অ-ইসরাইলিদের সম্পদ আহরণ করার বৈধতার সার্টিফিকেট (সাঈদী খ.২, ২০৫)। তাদের কৃতকর্ম উল্লেখ করার পর কুরআন মাজীদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইরশাদ হচ্ছে, وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"তারা জেনে বুঝে, আল্লাহর নামে মিথ্যা চালিয়ে দিচ্ছে" (সুরা আলে ইমরান, ৩/৭৮)। তারা বলতো, যে তাদের প্রভু ও ধর্ম তাদেরকে এসব নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ তারা ভালোভাবেই জানে যে, তারা মিথ্যা বলছে।

সুরায়ে আলে ইমরানের **১৮১** নম্বর আয়াতে ইহুদিদের আরেকটি বিশ্বাসগত ভ্রান্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা বলতো যে, আল্লাহ তা'আলা গরিব হয়ে গেছেন এবং তাঁর অর্থসম্পদেরও দরকার আছে (নাউযুবিল্লাহ !)। এর প্রেক্ষাপট হলো, মুসলমানদেরকে যখন আল্লাহর রাস্তায় একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করা হয়, তখন তারা ধর্মীয় কাজে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হতে লাগলো। স্বচ্ছল ও বিত্তবান অস্বচ্ছল মুসলমানদেরকে বিপুলভাবে আর্থিক সহযোগিতা করতে শুরু করে। এ-দাওয়াতের মূলকথা ছিল ধনী মুসলমানরা দরিদ্র মুসলমানদের সহযোগিতা করলে আল্লাহ তাকে দশগুণ, সাতশতগুণ এমনকি তার চেয়েও বেশি প্রতিদান দেবেন। বান্দাকে সহযোগিতা করার বিষয়টি প্রকারান্তরে আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার মতো বলার কারণে মুনাফিক ও ইহুদিরা এটা নিয়ে স্বভাবসুলভ ঠাট্টা করতে শুরু করে। ইহুদিদের চরিত্রগত এরূপ প্রবণতার বিষয়ে সুরা মায়েদাতেও আলোচনা করা হয়েছে। তারা বলতো [يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ] 'আল্লাহর হাত বাঁধা'। এ কথার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন (নাউযুবিল্লাহ !)। তারা এ কথার মধ্য দিয়ে আরো একটি উদ্দেশ্য নিতে পারে সেটা হলো কৃপণতা। দুটির মধ্যে যে উদ্দেশ্যই নেওয়া হোক, ধারণাটি আল্লাহর শানে চরম ধৃষ্টতা। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বাস্তবতা হলো, বান্দা আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর জন্য নয়; দানকারীর পরকালীন লাভ ও কল্যাণের জন্য। প্রকৃতপক্ষে 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' তথা আল্লাহর পথে খরচের বিষয় ও তার উদ্দেশ্য একেবারে স্পষ্ট থাকার পরও ইহুদিরা কতিপয় উদ্দেশ্যে তারা এসব অভিযোগ তুলেছিল। প্রথমত তারা খুবই কৃপণ স্বভাবের এবং সম্পদের প্রতি অতিলোভী সম্প্রদায় ছিল। সুদ ও অবৈধ উপার্জনের কারণে তাদের সম্পদলিপ্সা ছিল মারাত্মক পর্যায়ের। তাদের সুদী মহাজনেরা মুসলমানদের ঋণ দিতো। তাদের মধ্যে আশঙ্কা তৈরি হলো, এই হুকুম এখন মুসলমানদের ওপর জারি হয়েছে; কখন আবার তাদের ওপর প্রয়োগ হয়! তাদেরকেও যদি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে বলা হয়। কাজেই এই আশঙ্কা থেকে আগেভাগে আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করার বিরোধিতা করে এ সম্পর্কিত আয়াত বিকৃতিসহ বিভিন্ন বাজেকথা বলা শুরু করে দেয়। দ্বিতীয়ত, বিত্তবান ইহুদিরা চাইতো গরিব মুসলমানদের সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের অনুগত দাস বানিয়ে রাখবে। তাদের নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করার বিরোধিতা কেবল কৃপণতাই নয় বরং এটা তাদের চিন্তার দূষণ এবং অসৎ প্রবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ।

উপসংহার

আল্লাহ তা'আলা বনু ইসরাইলকে বিপুল করুণায় সিক্ত ও দয়ায় ভূষিত করেছিলেন। ফেরআউনের গোলামি থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ওপর। তাদের প্রত্যেকটি শাখাগোত্রকে সুবিন্যস্ত ও সুসংগঠিত করেছিলেন। প্রচন্ড তাপদাহ থেকে রক্ষায় মেঘের ছায়া দিয়েছিলেন তাদের ওপর। তৃণলতাহীন ধূষর মরুপ্রান্তরে অলৌকিকভাবে খাবারের ব্যবস্থা ও পানির ঝর্ণা সৃষ্টি করেছিলেন তাদের জন্য। বেহেশতের খাবার মান্না ও সালওয়া প্রভৃতি নেয়ামত ভোগ করার পরও তারা আল্লাহর নাফরমানি করেছে অব্যাহতভাবে। সবচেয়ে বড়কথা হলো, ইহুদিরা অপরাধ করে আবার পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত বলে অহমিকাপূর্ণ দাবি করে বেড়ায়। এমন ভ্রান্ত চিন্তা ও আত্মতৃপ্তির অন্যতম কারণ হলো তারা নিজেদেরকে 'আল্লাহর বংশধর' দাবি করা। তাদের নাকি কোনো রকমের শাস্তি হবে না ! বড় বড় অপকর্ম আর অপরাধ সংঘটিত করেও কিয়ামত পর্যন্ত তারা নির্বিচারে আল্লাহর প্রিয়বান্দাই হয়ে থাকবে ! কিয়ামতের দিন আল্লাহ নাকি কেবল তাদের দিকেই রহমতের নজরে তাকাবেন ! যৎসামান্য পাপাচারের জন্য মামুলি শাস্তি ভোগ করে তারা জান্নাতে দাখিল

হয়ে যাবে। এমনকি অ-ইহুদিদের ওপর তারা যতই জুলুম-অত্যাচার চালিয়ে যাক এ জন্য তাদের কোনো জবাবদিহির মুখে পড়তে হবে না। প্রকৃত সত্য হলো, বাস্তবতা তাদের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদেরকে পরকালে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে এবং তারা নিজেদের কৃতকর্মের পরিপূর্ণ ফল ও পরিণতি ভোগ করবে।

তথ্যসূত্র

আল-কুরআন।

আবি হাতিম, ইবন্, *তাফসীরুল কুরআনিল আজিম লি ইবনি আবি হাতিম*, ৩য় সং, মাকতাবাতু নাযযার মুস্তফা আল বায, ১৪১৯ হি.।

ইসমাঈল ইবন্ ওমর, ইমাদুদ্দিন, *তাফসীরুল কুরআনিল আজিম*, ১ম সং, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৯ হি.।

কুতুব, সৈয়দ, *ফি যিলালিল কুরআন*, অনু., ইদারায়ে মানশুরাতে ইসলামি, ১৯৯৫।

কুরতুবি, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবন্ আহমদ মালিকি, *আল জামি' লি আহকামিল কুরআন*, ২য় সং, মাকতাবাতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪ হি.।

চিশতী, মুহাম্মদ, হাবিবুল্লাহ, *কুরআন ইয়াহুদ আওর হাম*, জিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, ২০০৬।

তাবারি, মুহাম্মদ ইবন্ আবু জাফর, *জামিউল বায়ান ফী তাবিলিল কুরআন*, ১ম সং, মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি.।

পানিপথি, কাজী সানাউল্লাহ, *আত্ তাফসীরুল মাযহারি*, ইসলামাবাদ, মাকতাবায়ে রশিদ, ১৪১২ হি.।

রাযি, আবু আবদুল্লাহ, ফখরুদ্দিন, *আত্ তাফসীরুল কাবীর*, ২য় সং, দারু ইহইয়াউত্ তুরাসিল আরবি, ১৪২০হি.।

সাঈদী, গোলাম, রাসুল, *তিবয়ানুল কুরআন*, ৫ম সং, ফরিদ বুকস্টল, ২০১০।

নাসাফী, আবুল বারকাত, আবদুল্লাহ্ ইবন্ আহমদ, *তাফসীরে নাসাফী, ১ম সং*, দারুল কলম আত্ তাইয়্যিব, ১৪১৯ হি.।

হিশাম, ইবন্, *আস সিরাতুন নববিয়্যাহ*, ২য় সং, মাতবাআতু মুস্তফা আলবানি, ১৩৭৫ হি.।

Bible, Deuteronomy Book